# মুকুট

**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ**

**Q. ১। 'মুকুট' নাটকের রচয়িতা কে?**
Ans:- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
**Q. ২। 'মুকুট' নাটক কয় অঙ্কে বিভক্ত?**
Ans:- তিন অঙ্কে।
**Q. ৩। 'মুকুট' গ্রন্থটিকে কী বলা যায় – নাটক না উপন্যাস?**
Ans:- নাটক।
**Q. ৪। "এ মুকুট আমার নয়।" – বক্তার নাম কী?**
Ans:- বক্তা হলেন ইন্দ্রকুমার।
**Q. ৫। "আমার এই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব, এবং আমি একলাই জিতব।" – বক্তার নাম কী?**
Ans:- রাজধর।
**Q. ৬। 'মুকুট' নাটকে জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজের নাম কী?**
Ans:- চন্দ্রমাণিক্য।
**Q. ৭। "দেখো সেনাপতি আমি বারবার বলছি, তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না।"**
Ans:- বক্তা রাজধর।
**Q. ৮। আরাকানরাজের ভাইয়ের নাম কী?**
Ans:- হাম-চু।
**Q. ৯। আরাকান যুদ্ধের সময় রাজধরের অধীনে কত সৈন্য ছিল?**
Ans:- পাঁচ হাজার।
**Q. ১০। রাজধরের বন্ধুর নাম ________। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)**
Ans:- ধুরন্ধর।
**Q. ১১। "শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না।" – বক্তা কে?**
Ans:- সেনাপতি ঈশা খাঁ।
**Q. ১২। অমর মাণিক্য কোথাকার রাজা ছিলেন?**
Ans:- ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ছিলেন।
**Q. ১৩। "অসম্মান কেউ করে না, অসম্মান তুমি করাও।"– বক্তা কে?**
Ans:- বক্তা ঈশা খাঁ।
**Q. ১৪। 'মুকুট' কোন্ শ্রেণির রচনা?**
Ans:- মুকুট একটি নাটক।
**প্রশ ১৫। 'মুকুট' নাটকের কনিষ্ঠ রাজকুমারের নাম কী?**
Ans:- রাজধর।
**Q. ১৫। "ধিক্! তোমার হাত থেকে _______ অপমান; গ্রহণ করবে কে? (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)**
Ans:- এ পুরস্কারের।
**Q. ১৭। 'মুকুট' নাটকে মহারাজার নাম কী?**
Ans:- অমর মাণিক্য।
**Q. ১৮। ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র কে?**
Ans:- ইন্দ্রকুমার।
**Q. ১৯। ইন্দ্রকুমারের পত্নীর নাম কী?**
Ans:- কমলাদেবী।
**Q. ২০। 'মুকুট' নাটকের সেনাপতির নাম লেখো।**
Ans:- ইশা খাঁ।
**Q. ২১। 'মুকুট' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?**
Ans:- 'মুকুট' নাটক থেকে।
**Q. ২২। "খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক।" – উক্তিটি কোন্ পাঠ থেকে নেওয়া হয়েছে?**
Ans:- রাজধর।
**Q. ২৩। 'মুকুট' নাটকের মহারাজ অমরমাণিক্যের সন্তান কয়টি?**
Ans:- মহারাজ অমরমাণিক্যের সন্তান তিনটি।
**Q. ২৪। 'মুকুট' নাটকের লেখকের নাম লেখো।**
Ans:- 'মুকুট' নাটকের লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
**Q. ২৫। রাজধর যে আরাকান রাজের মুকুট নিয়ে এসেছিল, ইশা খাঁ তাকে কোথায় নিক্ষেপ করেছিলেন?**
Ans:- কর্ণফুলি নদীর জলে।
**Q. ২৬। 'মুকুট' নাটকের প্রথম অঙ্কে কয়টি দৃশ্য আছে?**
Ans:- তিনটি দৃশ্য।
**Q. ২৭। 'মুকুট' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কয়টি দৃশ্য আছে?**
Ans:- ছয়টি দৃশ্য আছে।
**Q. ২৮। 'মুকুট' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কয়টি দৃশ্য আছে?**
Ans:- তিনটি দৃশ্য।
**Q. ২৯। 'মুকুট' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?**
Ans:- রাজধর।
**Q. ৩০। "আমি আপনার ছাত্র বটে কিন্তু আমি রাজকুমার।" – এটা কার উক্তি?**
Ans:- রাজধরের।
**Q. ৩১। ধুবন্ধব কে?**
Ans:- ধুরন্ধর হলেন রাজধরের মামাতো ভাই।
**Q. ৩২। 'সুযোগ কি তিরের মুখে থাকে? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়।' – এটা কার উক্তি?**
Ans:- রাজধরের।
**Q. ৩৩। "সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই।" – এখানে বক্তা কে?**
Ans:- বক্তা ইন্দ্রকুমার।
**Q. ৩৪। 'এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরস্কার"। – এটা কার উক্তি?**
Ans:- রাজধরের।
**Q. ৩৫। "আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম।" – এটা কার উক্তি?**
Ans:- রাজধরের।

Ans:- যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য সেনাপতি ঈশা খাঁকে বলেছিলেন।

**Q. ২৭। "আমি জিতে এসেছি, আমিই পরব।" – কে, কী জিতে এনেছে?**

Ans:- রাজধর আরাকানরাজের মাথার মুকুট জিতে এনেছে।

**Q. ২৮। আরাকানরাজ বন্দী হবার পর রাজধরকে কী কী উপহার দিতে চেয়েছিলেন?**

Ans:- পাঁচশত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া এবং তিনটি হাতি।

**Q. ২৯। "রাজসভায় দুইপা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো কোনো ফাঁদে আটকে না পড়েছেন।" – কার উক্তি? 'ওঁর' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?**

Ans:- ঈশা খাঁর উক্তি। ওঁর বলতে রাজধরকে বুঝিয়েছেন।

**Q. ৩০। 'মুকুট' নাটকটি একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ। – উপন্যাসের নাম লেখো। সেটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**

Ans:- 'মুকুট' নাটকটি মুকুট নামক উপন্যাসের নাট্যরূপ। এটি 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

**Q. ৩১। 'মুকুট' নাটকের মহারাজের কটি ছেলে ও তাদের নাম কী?**

Ans:- তিনটি। চন্দ্রমাণিক্য, ইন্দ্রকুমার ও রাজধর।

**Q. ৩২। 'শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা।' – কার প্রতি কার উক্তি?**

Ans:- সেনাপতি ঈশা খাঁ ইন্দ্রকুমারকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

**Q. ৩৩। 'আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন।' – কার প্রতি কার উক্তি?**

Ans:- অস্ত্রশালার প্রহরী প্রতাপ ইন্দ্রকুমারকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করেছে।

**Q. ৩৪। 'মুকুট' নাটকের শেষ উক্তিটি কার? উক্তিটি উদ্ধৃত করো।**

Ans:- ইন্দ্রকুমারের। "আমি পরাজিত – এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম দাদা।"

**Q. ৩৫। 'মুকুট' নাটকে ত্রিপুরারাজ ও তাঁর সেনাপতির নাম কী?**

Ans:- 'মুকুট' নাটকের ত্রিপুরারাজের নাম অমরমাণিক্য এবং সেনাপতির নাম ঈশাখাঁ।

**Q. ৩৬। "অসম্মান কেউ করে না, অসম্মান তুমি করাও।" – কে, কাকে এই কথা বলেছিলেন?**

Ans:- সেনাপতি ঈশা খাঁ রাজধরকে একথা বলেছিলেন।

**Q. ৩৭। রাজসেনাপতি, অস্ত্রশিক্ষাগুরু ঈশাখার প্রতি ত্রিপুরা-রাজকুমারদের মধ্যে কে বা কারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল?**

Ans:- যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য এবং মধ্যমকুমার ইন্দ্রকুমার।

**দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ**

**Q. ১। "ক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ করে মজুররা, দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা।" – এটা কার উক্তি? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- এটা রাজধরের উক্তি।

আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাজধর পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে দূরে থাকবেন এই প্রস্তাব রাজধর সেনাপতি ঈশা খাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ধুরন্ধরের নিকট হতে তাঁর প্রতি ইন্দ্রকুমারের মনোভাব কী তা জানতে চাইলে ধুরন্ধর বললেন যে ইন্দ্রকুমার প্রথমেই তা শুনে অট্টহাস্য করে উঠেন এবং বললেন রাজধর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূর থেকেই যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন। ইন্দ্রকুমারের তার সম্পর্কে একথা বলতে শুনে রাজধর বললেন যে ক্ষেত্র হতে মজুররা যুদ্ধ করে, আর দূর হতে যে যুদ্ধ করতে পারে সে যোদ্ধা।

**Q. ২। "তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না তা জান? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।" – অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা করো।**

Ans:- যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য অস্ত্র পরীক্ষায় তীর নিক্ষেপ তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। সেনাপতি ঈশা যুবরাজ খাঁকে বললেন তিনি মনোযোগ সহকারে তীর ছুড়ে ছিলেন তবুও তাঁর তীরটি লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। তখন ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে বললেন যদি তিনি মনোযোগ সহকারে তীর নিক্ষেপ করতেন তবে অবশ্যই তিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। যুবরাজ উদাস বলে সব কিছু ফেলে দেন। ঈশা খাঁ তখন ইন্দ্রকুমারকে বললেন যে যুবরাজের বুদ্ধি সূক্ষ্ম নয়। সেজন্য এই বুদ্ধি তীরের মুখে গেল না।

**Q. ৩। "একবার তো জিতিয়েছিল সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময় – এবারও সেই শয়তান জিতিয়েছে।" – কে, কাকে বলেছেন? বিষয়টি বিশদ করো।**

Ans:- সেনাপতি ঈশা খাঁ ইন্দ্রকুমারকে একথা বলেছেন।

রাত্রিবেলা যখন আরাকানরাজ শিবিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন রাজধর যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য, ইন্দ্রকুমার ও সেনাপতি ঈশা খাঁকে না জানিয়ে রাত্রিবেলা আরকানরাজকে বন্দী করেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দেন এবং পরাজয়ের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর মুকুটের বিনিময়ে রাজধর তাঁকে মুক্তি দেন। ঈশা খাঁ ইন্দ্রকুমারকে বললেন যে অস্ত্র পরীক্ষার সময় রাজধর যে ছলচাতুরির সাহায্যে জিতেছিল, এবারও সে তেমনভাবেই জিতেছে।

**Q. ৪। "শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না।" – এটা কার উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- ঈশা খাঁ রাজধর সম্বন্ধে একথা বলেছেন।

**Q. ৯। "দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো, শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।" – উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে এ- কথা বলা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি রাজধরের মামাতো ভাই ধুরন্ধরের। রাজধরকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে।

**Q. ১০। "তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুই-ই খরধার" – উক্তিটি কার? সে কার প্রতি উক্তিটি করেছে?**

Ans:- উক্তিটি যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের। সে ঈশাখাঁর প্রতি উক্তিটি করেছে।

**Q. ১১। "তোমার তীর সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে।" – উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি সেনাপতি ঈশা খাঁর। তিনি ইন্দ্রকুমারকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তিটি করেছেন।

**Q. ১২। "আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ কি?" – এখানে কে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেছেন?**

Ans:- এখানে মহারাজ অমরমাণিক্য, কুমারদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন।

**Q. ১৩। "আগুন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।" – উক্তিটি কার? – কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি ধুরন্ধরের। রাজধরকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করা হয়েছে।

**Q. ১৪। "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছিনে।" – এখানে কে, কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন?**

Ans:- যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ইন্দ্রকুমারকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন।

**Q. ১৫। "তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না তা জান? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।" উদ্ধৃতিটি কোন পাঠ থেকে নেওয়া হয়েছে? পাঠটির লেখকের নাম লেখো।**

Ans:- উদ্ধৃতিটি 'মুকুট' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। পাঠটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**Q. ১৬। "খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক।"- কে, কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছে?**

Ans:- ছল-চাতুরি করে রাজধর ধনুর্বিদ্যায় জেতার পর ঈশা খাঁ অমরমাণিক্যকে একথা বলেছেন।

**Q. ১৭। "আমার ভাই হামচু রয়েছে। সৈন্যরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।" — হামচু কে? কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে?**

Ans:- হামচু আরাকান রাজের ভাই। এখানে আরাকানরাজের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

**Q. ১৮। "আমার ভাই হামচু রয়েছে। সৈন্যরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।" – বক্তা কে? উদ্ধৃতিটি কোন পাঠ থেকে নেওয়া হয়েছে?**

Ans:- বক্তা আরাকানরাজ। উদ্ধৃতিটি 'মুকুট' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে।

**Q. ১৯। 'আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।' – কে কী জিতে এনেছে?**

Ans:- রাজধর আরাকান রাজের মাথার মুকুট জিতে এনেছে।

**Q. ২০। 'মেজ বউরাণী তামাশা করে আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছিলেন। – বক্তা কে? মেজ বউরাণী কোথায় তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন?**

Ans:- বক্তা রাজধর। ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায়।

**Q. ২১। "দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো, শোধ তুলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।" – উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি রাজধরের মামাতো ভাই ধুরন্ধরের। রাজধরকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে।

**Q. ২২। "শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না।" – এটি কার প্রতি কার উক্তি?**

Ans:- রাজধরের প্রতি সেনাপতি ঈশাখাঁর উক্তি।

**Q. ২৩। "পরাজয় তোমার হয়নি দাদা, আমারই পরাজয় হয়েছে" – কে কার প্রতি উক্তিটি করেছে?**

Ans:- মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রমাণিক্য যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের প্রতি উক্তিটি করেছে।

**Q. ২৪। "আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম।"**
**– কে কাকে বলেছে?**

Ans:- উক্তিটি রাজধরের। তিনি যুবরাজকে কথাটি বলেছেন।

**Q. ২৫। যুবরাজ বাণবিদ্ধ হয়ে হাতি থেকে পড়ে যাওয়ার কথাটা কে, কে সৈন্যদের বলেছিল?**

Ans:- উমেশ ও শিবু।

**Q. ২৬। "কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।" – উক্তিটি কে, কাকে বলেছিলেন?**

**Q. ৩৬। "তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে?" – এটা কার উক্তি?**

Ans:- ইন্দ্রকুমারের।

**Q. ৩৭। "তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালা শুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন।" – এখানে বক্তা কে?**

Ans:- মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার।

**Q. ৩৮। "আমার তিরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎ সংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলবে।" – কে উক্তিটি করেছেন?**

Ans:- এই উক্তিটি যুবরাজ করেছেন।

**Q. ৩৯। "তোমার তিরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে – লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করেনি। – এটি কার উক্তি?**

Ans:- উক্তিটি সেনাপতি ঈশা খাঁ–র উক্তি।

**Q. ৪০। "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।" – এটা কার উক্তি?**

Ans:- এটি ইন্দ্রকুমারের উক্তি।

**Q. ৪১। "ক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ করে মজুররা, দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা।" – এটা কার উক্তি?**

Ans:- এটি রাজধরের উক্তি।

**Q. ৪২। "যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল এক-এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে।" – উক্তিটি কার?**

Ans:- উক্তিটি সেনাপতি ঈশা খাঁর।

**Q. ৪৩। 'এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম।' – এটা কার উক্তি?**

Ans:- এটি ইন্দ্রকুমারের উক্তি।

**Q. ৪৪। "কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছুই পাই না।" – উক্তিটি কার?**

Ans:- উক্তিটি ধুরন্ধরের।

**Q. ৫৩। 'মুকুট' নাটকে প্রতাপ কে?**

Ans:- ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার প্রহরী।

**Q. ৫৪। আরাকান যুদ্ধের সময় রাজধরের হাতে সৈন্য কত ছিল?**

Ans:- পাঁচ হাজার।

**Q. ৫৫। ইশাখাঁকে কখন কবর দেওয়া হয়েছিল?**

Ans:- বেলা চার প্রহরের সময়।

**Q. ৫৬। খোঁজাখুঁজি করে যুবরাজকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?**

Ans:- কর্ণফুলির তীরে অর্জুন গাছের তলায়।

**Q. ৫৭। 'যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান।' – বক্তা কে?**

Ans:- ইন্দ্রকুমার।

**Q. ৫৮। 'মুকুট' নাটকের শেষ উক্তিটি কার?**

Ans:- ইন্দ্রকুমারের।

**Q. ৫৯। 'মুকুট' নাটকের কনিষ্ঠ রাজকুমারের নাম _______। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)**

Ans:- রাজধর।

**Q. ৬০। কতসালে 'মুকুট' নাটকটি <u>লেখা</u> হয়েছে?**

Ans:- ১৯০৮ সালে।

**Q. ৬১। 'মুকুট' নাটকে মোট সর্বমোট কতটি দৃশ্য আছে?**

Ans:- ১২টি দৃশ্য আছে।

**Q. ৬২। 'মুকুট' নাটকটি কোন রাজ্যের ছায়া অবলম্বনে রচিত?**

Ans:- ত্রিপুরা রাজ্যের।

---

**সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ**

**Q. ১। "তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালা শুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন" কে, কাকে একথা বলেখেন?**

Ans:- ইন্দ্রকুমার রাজধরকে একথা বলেছেন।

**Q. ২। "শনির সঙ্গে মঙ্গল এসে জুটেছেন।" – উক্তিটি কার? শনি ও মঙ্গল কাদের বলা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি সেনাপতি ঈশা খাঁর। শনি ও মঙ্গল ধুরন্ধর ও রাজধরকে বলা হয়েছে।

**Q. ৩। "কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছুই পাই না।" – বক্তা কে? কার কাজ?**

Ans:- এখানে বক্তা হলেন ধুরন্ধর। রাজধরের কাজের কথা বলা হয়েছে।

**Q. ৪। "ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওকে সাজবে।" – কে, কাকে 'ভাঙা হাড়ির কানা' পরে যাওয়ার কথা বলেছেন?**

Ans:- সেনাপতি ঈশা খাঁ রাজধরকে বলেছেন।

**Q. ৫। 'বিচার তুমি বিচার চাও?' – উক্তিটি কার? কার প্রতি এ উক্তি করা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি ইন্দ্রকুমারের। রাজধরের প্রতি উক্তিটি করা হয়েছে।

**Q. ৬। "আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না" – বক্তা কে? কাকে বলেছেন?**

Ans:- বক্তা রাজধর। এখানে ঈশা খাঁ, ইন্দ্রকুমার চন্দ্রমাণিক্য এদের বলেছেন।

**Q. ৭। "বারবার শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই।" – উক্তি কার? তিনি কাকে বারবার শিক্ষা দিয়েছেন?**

Ans:- ত্রিপুরার মহারাজ অমরমাণিক্যের উক্তি। আরাকানরাজকে বারবার শিক্ষা দিয়েছেন।

**Q. ৮। ওঁর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে।" – কে, কার প্রসঙ্গে একথা বলেছে?**

ইন্দ্রকুমার অভিমানে বললেন যে, তিনি যে প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেন সে ক্ষেত্রে যুবরাজের মুখ থেকে একটা প্রশংসাও শুনতে পেলেন না, উল্টো শুনতে হলো যে রাজধর না থাকলে কেউ তাদেরকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারত না।

**Q. ১০। "আগুন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।" – উক্তিটির 'আগুন লাগানোর' তাৎপর্য কী? 'নিজের ঘরের চাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? সপ্রসঙ্গে আলোচনা করো।**

Ans:- কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ছল চাতুরির দ্বারা আরাকানকে হারিয়ে তাঁর মুকুট নিয়ে আসেন। রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেছেন বলে ইন্দ্রকুমার ও ঈশা খাঁ তাঁর উপর রাগান্বিত। রাজধরের ছিনিয়ে আনা মুকুটটি শেষ পর্যন্ত ঈশা খাঁ কর্ণফুলির জলে ফেলে দেন। রাজধরের জয়ে ইন্দ্রকুমার এবং ঈশা খাঁর অখুশি এবং ঈশা খাঁ দ্বারা মুকুটটি কর্ণফুলির জলে ফেলে দেওয়া, এতে প্রচণ্ড অপমানিত রাজধর প্রতিশোধ নেবার জন্য ধুরন্ধরের মাধ্যমে পত্রের সাহায্যে আরাকানরাজকে আবার আক্রমণের আহ্বান জানান। ধুরন্ধর এ কাজের জন্য রাজধরকে বলে এ কাজের জন্য পরে নিজের কপালে আঘাত করবে না তো। সুতরাং আগুন লাগালে নিজের চালাকে বাঁচিয়ে লাগানো উচিত।

'নিজের ঘরের চাল' বলতে নিজের নিরাপত্তাকে বোঝানো হয়েছে।

**Q. ১১। "বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে যে মুখে চুনকালি পড়বে; বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।" কে, কাকে এ কথা বলেছেন, 'বংশের লজ্জা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? সপ্রসঙ্গ আলোচনা করো।**

Ans:- ইন্দ্রকুমার রাজধরের প্রতি একথা বলেছেন।

অস্ত্র পরীক্ষায় জেতার জন্য রাজধর ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় ঢুকে নিজের নামাঙ্কিত তীরটি তূণে রেখে আসেন। এভাবে ছল চাতুরির দ্বারা রাজধর জয়ের খেতাব অর্জন করেন। কিন্তু উপস্থিত কেউই সেটা বিশ্বাস করতে পারেন নি যে কীভাবে সেটা সম্ভব হল। এতে রাজধর হল অপমান বোধ করে মহারাজকে এই অপমানের বিচার করতে বলেন। তখন ইন্দ্রকুমার সকল রহস্য বুঝতে পেরে রাজধরকে বললেন যে বিচার করলে তার ছল-চাতুরি সব ধরা পড়বে এবং তাঁর মুখে চুনকালি পড়বে। এটা রাজবংশের জন্য লজ্জার বিষয়। তাই তিনি এই লজ্জা প্রকাশ করতে চান না।

**Q. ১২। "দেখো রাজধর, আমাকে সাবধান করে দেবার জন্য আর কারও বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না – তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।" – বক্তা কে। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যা জান লেখো।**

Ans:- বক্তা হলেন ধুরন্ধর।

ধুরন্ধর হলেন রাজধরের মামাতো ভাই। নাটকে রাজধরকে সবসময় সহযোগিতা করতে তাকে দেখা যায়। রাজধর ধুরন্ধরের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তীর প্রতিযোগিতার আগের দিন রাজধর ধুরন্ধরকে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় পাঠিয়ে তীর বদল করতে বলেছিলেন। নাটকে ধুরন্ধরের অবস্থান সবসময়ই রাজধরের পাশে। ধুরন্ধরও রাজধরের মতো চতুর ছিলেন।

**Q. ১৩। "শাবাস রাজধর; শাবাস! আজ তুমি ক্ষত্রিয় সন্তানের মতো কথা বলেছ।" – বক্তা কে? কেন তিনি এই কথা বলেছেন?**

Ans:- এখানে বক্তা হলেন সেনাপতি ঈশা খাঁ।

রাজধর অস্ত্রগুরু ঈশা খাঁকে তাঁর ব্যবহারের দ্বারা কিংবা অস্ত্রশিক্ষায় সন্তুষ্ট করতে না পারার কথা মহারাজের মুখে শুনে রাজধর যখন অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষা নেওয়ার কথা মহারাজকে প্রার্থনা করেন তখন মহারাজ খুশি হয়ে বললেন তিন পুত্রের মধ্যে যে অস্ত্র পরীক্ষায় বিজেতা হবেন তাঁকে হীরে বাঁধানো তলোয়ার পুরস্কার দেবেন। রাজধর যে অস্ত্রপরীক্ষায় অংশ নিতে চান। ঈশা খাঁ তা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন।

**Q. ১৪। "আমার ভাই হামচু রয়েছে। সৈন্যরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।" – কোন্ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে? নাট্যকারের নাম কী? হামচু কে এবং তার কথা কে বলেছিল?**

Ans:- 'মুকুট' নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে। নাট্যকারের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হামচু ছিল আরাকানরাজের ভাই। আরাকানরাজ তার কথা বলেছিল।

**Q. ১৫। "না ভাই, আমরা তিন ভাই একত্রে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভাগ করে ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দুঃখ থেকে যাবে।" – বক্তা কে? তিন ভাই-এর নাম লেখো। 'বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ' বলতে কী বোঝ আলোচনা করো।**

Ans:- বক্তা হল যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য।

তিন ভাই-এর নাম হল – যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য, রাজকুমার ইন্দ্রকুমার, কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর। 'বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ' বলতে আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের আনন্দের কথা বলা হয়েছে।

**Q. ১৬। "সেনাপতি সাহেব কুমারদের এখন বয়স হয়েছে। ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বৈকি।" – উক্তিটি কে করেছেন? সেনাপতি সাহেবের নাম কী? কুমার কতজন ছিলেন?**

Ans:- উক্তিটি ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্য করেছেন। সেনাপতি সাহেবের নাম ঈশা খাঁ। কুমার তিনজন ছিলেন।

**Q. ১৭। "এখনো কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি। এই শব্দটিতেই কি পৃথিবীর শেষ বিদায় সম্ভাষণ শুনব?" – উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি কে করেছেন? কাকে উদ্দেশ্য করে, কোন্ প্রসঙ্গে এহেন কথা বলা হয়েছে? আলোচনা করো।**

Ans:- সেনাপতি ঈশা খাঁর উক্তি।

রাজধর ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষায় ছল চাতুরির মাধ্যমে পরাজিত করেন ইন্দ্রকুমারকে। তা দেখে উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে যান। তবে ঈশা খাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এখানে একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী। তাঁকে পরাজিত করা অস্ত্রবিদ্যায় অদক্ষ রাজধরের পক্ষে অসম্ভব। শিলা যেমন কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না, তেমনি রাজধরের পক্ষে কখনো লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়।

**Q. ৫। "শনির সঙ্গে মঙ্গল এসে জুটেছেন।"- উক্তিটি কার? শনি ও মঙ্গল কাদের বলা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি প্রথম অনুচরের। এখানে শনি হলেন রাজধর আর মঙ্গল ধুরন্ধর। এদের একসঙ্গে আসতে দেখে এরূপ উক্তিটি প্রথম অনুচর করেছে।

**Q. ৬। "আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লার দূতেরা এক-এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উলটো করে দিয়ে যায়।" – তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।**

**অথবা,**

**"শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।" – রাজধর আরাকানরাজকে কীভাবে পরাজিত করেছিল? আরাকান রাজ সন্ধির নিদর্শন স্বরুপ কী কী উপহার দিতে সম্মত হয়েছিলেন?**

**অথবা,**

**মহারাজ কে? কার কাছে পরাজয় স্বীকার করলে তিনি সন্ধির নিদর্শন স্বরুপ কী দিতে হয় তাঁকে এবং কেন?**

Ans:- এখানে মহারাজ হলেন আরাকানরাজ। তিনি রাজধরের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

তিন রাজকুমার আরাকান যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধক্ষেত্রে না নেমে কনিষ্ঠ রাজকুমার আলাদা হয়ে যান, এবং রাতের অন্ধকারে আরাকানরাজের শিবিরে আক্রমন করে রাজাকে বন্দী করেন। ব্যাপারটা যুবরাজ, ইন্দ্রকুমার ও ঈশা খাঁর জানা ছিল না। সকালে যুদ্ধ আরম্ভ হলে শত্রু সৈন্য হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। ইন্দ্রকুমার এর কারণ ঈশাখাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি রাজধরের শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করে আরাকানরাজকে বন্দি করার ঘটনা বলেন। ইন্দ্রকুমার কথাটি বিশ্বাস করেন নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঈশা খাঁ বলেন, যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল একেক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন এক-এক সময় আল্লার দূতরা ঘুমিয়ে পড়েন এবং শয়তান সমস্ত হিসেব উল্টো করে দেয়।

পরাজয় স্বীকার করে আরাকানরাজ সন্ধিপত্র লিখে দিতে চাইলে, রাজধর আরাকানরাজের পরাজয়ের নিদর্শন নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরাকানরাজ ব্রহ্মদেশের পাঁচশো ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেবার কথা বলেন। কিন্তু রাজধর মহারাজের মাথার মুকুট চেয়ে বসেন এবং শেষ পর্যন্ত সেটা আদায় করেন।

**Q. ৭। "তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালা শুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন।" – এখানে বক্তা কে? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

**অথবা,**

**কে, কাকে একথা বলেছেন? তিনি কে?**

Ans:- ইন্দ্রকুমার রাজধরকে একথা বলেছেন। তিনি হলেন ইন্দ্রকুমারের পত্নি কমলাদেবী।

রাজধর শিকারে যাবার জন্য অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখেন তাঁর সমস্ত অস্ত্রগুলোতে মর্চে পড়ে আছে। তখন তিনি অস্ত্রপরীক্ষার জন্য সেগুলো সাফ করতে দিয়ে এসে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কাছে আসেন ইন্দ্রকুমারের কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে। তখন তামাশা করে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী রাজধরকে অস্ত্রশালায় ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেন। ইন্দ্রকুমার রাজধরের একথা শুনে বিদ্রূপাত্মক সুরে বললেন যে সেজন্যই বুঝি সমস্ত অস্ত্র শালা শুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন।

**Q. ৮। "আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।" – কে, কাকে এ কথা বলেন? প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে দাও।**

Ans:- সেনাপতি ঈশা খাঁ-কে যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য এ কথা বলেছেন। আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধে যখন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের সৈন্যরা পরাস্ত হওয়ার উপক্রম দেখা দেয় তখন সেনপতি ঈশা খাঁ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালাবার উপদেশ দেন। তখন যুবরাজ বললেন অস্ত্রগুরু হিসেবে ঈশা খাঁর মুখে এরূপ উপদেশ সাজে না। তাই তিনি বললেন"আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।"

**Q. ৯। "আমি কি শত্রুসৈন্যের বেষ্টন ছিন্ন করে তোমার সাহায্যের জন্য আসিনি?" – বক্তা কে? তিনি কার বিপদে সাহায্য করেছিলেন? বক্তার বক্তব্যে অভিমান ফুটে উঠেছে কেন?**

Ans:- বক্তা হলেন ইন্দ্রকুমার।

যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যকে তিনি বিপদে সাহায্যে করেছিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে যুবরাজের সৈন্য পরাস্ত হওয়ার পথে ছিল। যুবরাজের পরিস্থিতি ভালো ছিল না। তখন ইন্দ্রকুমার তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। রাজধর সকলের অজান্তে রাতের অন্ধকারে আরাকানরাজকে বন্দী করে তাঁর মাথার মুকুট নিয়ে এলেন তখন যুবরাজ তার অপকর্মের নিন্দা না করে প্রশংসা করলেন এসময়ে

রাজধর দূতের কাছ থেকে যখন জানতে পারলেন যুবরাজ আরাকান সৈন্যের ভিতরে প্রবেশ করে বিপাকে পড়ায় ইন্দ্রকুমার তাঁকে উদ্ধার করেছেন এবং যুদ্ধে আরাকান সৈন্যদের হঠানো তাদের পক্ষে অসম্ভব তখন রাজধর দূতকে বলেন তিনি যাচ্ছেন। ধুরন্ধর একথা শুনে বিদ্রূপ করে বলেন তিনি কি বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। তখন রাজধর বললেন ধুরন্ধর কি ঈশা খাঁর মতো বিদ্রূপ অভ্যেস করছে। যুদ্ধে জয় করে বাড়ি ফিরবেন রাজধরই এবং ধুরন্ধরকে তার শিবিরে প্রদীপ জ্বালাতে বারণ করেন। ধুরন্ধর রাজধরের অভিপ্রায় কী তা খুলে বলার জন্য বলেন। রাজধর যদি ধুরন্ধরকে সন্দেহ করে বা ধুরন্ধর যদি রাজধরকে সন্দেহ করে তাহলে পৃথিবীতে তাদের দুজনেরই কোথাও ভর দিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না।

**Q. ২৫। "এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম।" – এটা কার উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**
**অথবা,**
**"আমি পরাজিত – এ-মুকুট আমার নয়। এ-আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম – কে পরাজিত? কার মাথায় মুকুট? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিষয়টি দাদা।" আলোচনা করো।**

Ans:- এটা ইন্দ্রকুমারের উক্তি। ইন্দ্রকুমার পরাজিত। মুকুটটি আরাকান রাজের মাথার মুকুট। ইন্দ্রকুমার রাজধরের উদ্দেশ্যে এই উক্তি করেছেন। আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে রাজধর ইন্দ্রকুমার ও যুবরাজকে আড়াল করে রাত্রিবেলা আরকানরাজকে শিবিরে একা আক্রমন করে বন্দী করেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দেন রাজধরকে এবং রাজধর পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ আরাকানরাজের মুকুট নিয়ে আসেন। যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করায় সবাই রাজধরের উপর ক্রুদ্ধ হলেন। রাজধর প্রতিশোধস্বরূপ পত্র লিখে আরাকানরাজকে দিয়ে আবার আক্রমণ করান। এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর একেবারে শেষ দৃশ্যে রাজধর মুকুট ইন্দ্রকুমারের চরণে রেখে বললেন যে তিনি নরাধম। এই মুকুট যেন তিনি গ্রহণ করেন এবং রাজধরকে ক্ষমা করেন। ইন্দ্রকুমার তখন বললেন, তিনি পরাজিত। সুতরাং এ মুকুটের মালিক তিনি নন। ইন্দ্রকুমার মৃত্যুপথযাত্রী দাদা চন্দ্রমাণিক্যের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন।

**Q. ২৬। "সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন আর উনি পরবেন মুকুট!" সেনাপতির নাম কী? কে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করেছেন? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে আলোচনা করো।**

Ans:- সেনাপতির নাম ঈশা খাঁ।

রাজধর শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। সেনাপতি ঈশা খাঁকে না বলে যুদ্ধের নিয়মকে ভঙ্গ করে রাজধর রাতের অন্ধকারে শৃগালের মতো গিয়ে আরাকানরাজকে বন্দী করেন। তখন রাজধর আরাকানরাজের মুক্তির বিনিময়ে তাঁর মাথার মুকুট ছিনিয়ে আনেন। রাজধর মুকুটটি নিয়ে আসলে ইন্দ্রকুমার রাজধরকে জিজ্ঞেস করেন, এই মুকুটটি কার। তখন রাজধর বলেন এ মুকুট তাঁর এবং সেটি তাঁর জয়ের পুরস্কার। তখন সেখানে উপস্থিত থাকা ঈশা খাঁ রাজধরের তাঁর আদেশ অমান্য করে অন্ধকারে গিয়ে আরাকানরাজকে বন্ধী করার প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করেছিলেন।

**Q. ২৭। "তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু। তোমাদের মুখে এ উপদেশ সাজে না।"- উক্তিটি কে করেছেন? অস্ত্রগুরু কে ছিলেন? কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য করেছেন। অস্ত্রগুরু ছিলেন সেনাপতি ঈশা খাঁ।

আরাকানরাজের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের সৈন্যরা আরাকানরাজের সৈন্যদের হাতে পরাজিত হওয়ার উপক্রম দেখা দেয় তখন সেনাপতি ঈশা খাঁ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ণ করে আত্মরক্ষার পরামর্শ দিলে যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য এ কথা বলেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং সেটা গৌরবের বিষয়। পলায়ন করাটা একটা মস্ত বড় অপরাধ, সেটা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।

**Q. ২৮। 'খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক।' – বক্তা কে? পরীক্ষার ফলাফল কী হয়েছিল?**

Ans:- বক্তা মুকুট নাটকে সেনাপতি ঈশাখাঁ।

অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর ঈশাখাঁ মহারাজকে বলেন যে এবার কাজের পরীক্ষা অর্থাৎ আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হোক। এই যুদ্ধে রাজধর পুনরায় ছলনার আশ্রয় নিয়ে রাতের অন্ধকারে আরাকানরাজকে বন্দী করে রাজ মুকুট নিয়ে আসে। তারপর এই মুকুট পরা নিয়ে বিবাদ বাঁধে। ইন্দ্রকুমার দাদার উপর অভিমান করে স্থান ত্যাগ করেন। আর সেনাপতি ঈশাখাঁ মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলে দেন। রাজধর নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করে এর প্রতিশোধ নিতে গোপনে আবার আরাকানরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং পরের দিনের যুদ্ধে ঈশা খাঁ এবং যুবরাজের মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকুমার এবং রাজধরের মিলন হলেও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তাদের দেশে ফিরতে হয়।

**Q. ৩২। "আমরা তিন ভাই একত্রে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দুঃখ থেকে যাবে।" – এখানে বক্তা কে? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- এখানে বক্তা হলেন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য।

রাজধর সকলের অজান্তে আরাকান শিবিরে গিয়ে আরাকানরাজকে বন্দী করেন। এর ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে দূত এসে যখন ইন্দ্রকুমার ও যুবরাজকে এ কথা জানান তখন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য রাজধরের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রকুমারকে বললেন যদি রাজধর

Ans:- যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য উক্তিটি করেছেন।

রাজকুমার ইন্দ্রকুমারকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছেন। আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধে সেনাপতি ঈশা খাঁর মৃত্যু হলে যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য কর্ণফুলি নদীর তীরে ঈশা খাঁকে কবর দিয়ে অর্জুন গাছের নিচে শুয়ে মৃত্যু যন্ত্রণার চাইতেও বড় যন্ত্রণা ভ্রাতৃবিরহে কাতর হয়ে চন্দ্রমাণিক্য উপরিউক্ত উক্তিটি ভ্রাতা ইন্দ্রকুমারের উদ্দেশ্যে করেছিলেন।

**Q. ১৮। "দাদা তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও। এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।" – কোন পাঠ থেকে উক্তিটি গৃহীত হয়েছে? উক্তিটি কে করেছেন? দাদা কে? 'উদাসীন' শব্দটির অর্থ লেখো।**

Ans:- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' পাঠ থেকে উক্তিটি গৃহীত হয়েছে। উক্তিটি মধ্যম ইন্দ্রকুমারের। দাদা হলেন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য। 'উদাসীন' শব্দটির অর্থ হল অনাসক্ত বা বৈরাগী।

**Q. ২০। "চলবে না তো কী? আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎ সংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে। আর যদি বা নাই চলত তবু আমার জেতবার সম্ভবনা দেখছিনে।" – কোন্ পাঠ থেকে উক্তিটি গৃহীত? উক্তিটি কার এবং কোন্ প্রসঙ্গে করা হয়েছে?**

Ans:- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' নাটক থেকে উক্তিটি গৃহীত।

উক্তিটি যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের।

ইন্দ্রকুমার ভ্রাতা চন্দ্রমাণিক্যকে অশেষ শ্রদ্ধা করতেন। অস্ত্র পরীক্ষার দিন ইন্দ্রকুমার দাদা চন্দ্রমাণিক্যকে বললেন আজ তাকে জিততেই হবে। না হলে চলবে না। তখন যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন যদি তাঁর তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় জগৎ সংসার যেমন চলছে ঠিক তেমনি চলবে। আর যদি নাই বা চলে তবুও তাঁর জিতবার কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখেন না।

**Q. ২১। "সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ার যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুইই খরধার যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না করে ফেঁরে না।" – এখানে বক্তা কে? উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

**অথবা,**

**"তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুই-ই খরধার।" – উক্তিটি কার? সে কার প্রতি এই উক্তি করেছে?**

Ans:- উক্তিটি যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের।

যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য সেনাপতি ঈশা খাঁকে এই উক্তি করেছেন। রাজধর হঠাৎ করে একদিন শিকারে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার এই ইচ্ছা শুনে ইন্দ্রকুমার আশ্চর্যান্বিত হলেন, তখন ঈশা খাঁ বললেন রাজধর সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার করে বেড়ান। রাজসভায় দুই পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো না কোনো ফাঁদে আটকে না পড়েছেন। তখন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য তাঁর এ রূপ কথা শুনে এই উক্তিটি করেছেন।

**Q. ২২। "সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে ? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।" এটি কার উক্তি? কার প্রতি এই উক্তি করা হয়েছে? এখানে কোন্ কাজের কথা বলা হয়েছে? সংক্ষেপে লেখো।**

**অথবা,**

**উক্তিটি কার? কার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে? এখানে 'একটি কাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে এবং সেই কাজের ফলাফল কী হয়েছিল আলোচনা করো।**

Ans:- উক্তিটি রাজধরের।

ধুরন্ধরের প্রতি এই উক্তিটি করা হয়েছে। ইন্দ্রকুমারের প্রতিপক্ষ হিসেবে রাজধর অস্ত্রপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন, কিন্তু রাজধর জানেন ইন্দ্রকুমারকে ন্যায় পথে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়, তাই চাতুরির আশ্রয় নিলেন। ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করে ধুরন্ধর যেন ইন্দ্রকুমারের তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম লেখা তীরটি তুলে নিয়ে রাজধরের নাম লেখা তীর যেন বসিয়ে দেয়। এখানে এই কাজের কথা বলা হয়েছে। এই কাজ করে ভাগ্য বদল করা যাবে। অর্থাৎ রাজধর জয়ী হবে।

**Q. ২৩। "দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো; শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।" – এখানে বক্তা কে? বক্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- বক্তা হলেন ধুরন্ধর।

অস্ত্র পরীক্ষায় জয়ী হওয়ার জন্য রাজধর ধুরন্ধরকে দিয়ে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্র শালা থেকে ইন্দ্রকুমারের রূপার নাম লেখা তীরের পরিবর্তে তাঁর নাম লেখা তীর রেখে আসতে বললেন। পরে রাজধর ধরা পড়লে ধুরন্ধরের উপর দোষ চাপিয়ে দেন। ইন্দ্রকুমার ধুরন্ধরের এই নিচু কাজ করার জন্য অপমান করেছিলেন। ধুরন্ধরের মতে, এই অপমান তার জীবন গেলেও ঘুচবে না। তখন রাজধর ধুরন্ধরকে বললেন এই অপমানের শোধ দেবার জোগাড় করতে হবে। ধুরন্ধর একথার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন দুর্বল লোকের অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো। শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।

**Q. ২৪। "তুমি যদি আমাকে আর আমি যদি তোমাকে সন্দেহ করি তাহলে পৃথিবীতে আমাদের দুটির তো কোথাও ভর দেবার জায়গা থাকবে না।" – কে, কাকে বলেছে? প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে দাও।**

Ans:- ধুরন্ধর রাজধরকে বলেছে।

**Q. ৫০। "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারেই বুদ্ধি তোমারই থাক্‌, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।" – কে, কাকে একথা বলেছেন? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিষয়টি আলোচনা করো।**

Ans:- মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরকে একথা বলেছেন।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজধর ঈশাখাকে নিজের নামধরে ডাকতে বারণ করে তার প্রতি অসম্মানের অভিযোগ করে। ঠিক সে সময় মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার সেখানে এসে প্রবেশ করেন। রাজধরের ঔদ্ধত্যকে অস্বীকার করে তাকে ব্যঙ্গ করলে রাজধর ইন্দ্রকুমারের উপর রাগ করে যখন তাকে নির্বোধ বলে উল্লেখ করেন তখন ইন্দ্রকুমার উপরোক্ত কথাগুলি বলেন।

**Q. ৫১। "তবে তো সর্বনাশ হবে।" কোন সর্বনাশের কথা বলা হয়েছে?**

Ans:- 'মুকুট' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে নাটক ধীরে ধীরে অন্তিম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। তার পূর্বের অঙ্কে রাজধর বিশ্বাসঘাতকতা করে ধুরন্ধরের মারফৎ ভাইদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরাকানরাজের নিকট চিঠি পাঠান। এর ফলস্বরূপ আরাকান বাহিনী দ্বিতীয়বার যুদ্ধ আরম্ভ করে। ইন্দ্রকুমারও তখন এ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন না। যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে, শত্রুসৈন্যের হাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে হাতির উপর হতে লুটিয়ে পড়েন। তখন এর তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সৈন্যরা যুবরাজের বিপর্যয়ের বিষয়ে আন্তরিক আলোচনা করে। তাঁদের মধ্যে গুজব রটে যায় যে যুবরাজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তিনি আর জীবিত নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয়েছে। তাই প্রথম সৈনিক দ্বিতীয় সৈনিককে উপরোক্ত উক্তিটি করেছে।

**Q. ৫২। কর্ণফুলি নদীতটে তরুমূলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে মৃত্যুন্মুখ যুবরাজ স্বগতোক্তিতে কী বলেছেন?**

Ans:- মুকুট নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কর্ণফুলি নদীর তীরে গাছের নীচে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে যুদ্ধে আহত যুবরাজ তার সৈন্যদের স্বগতোক্তিতে বলে, 'ওরে, সরিয়ে একটি সরিয়ে দে। গাছের ডালগুলো একটু সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একটু দেখে নেই।' তার চারপাশে আজ আপন বলতে কেউ নেই। দুই ভাই ইন্দ্রকুমার ও রাজধর রাগ করে তাকে ছেড়ে গেছে, সেনাপতি ঈশাখাঁ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ অবস্থায় গাছের ছায়া না মৃত্যুর ছায়ায় তার চোখ জুড়ে আসছে তা যুবরাজ বুঝতে পারছে না। শুধু শুনতে পাচ্ছে কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ। এই শব্দটিকে সে পৃথিবীর শেষ বিদায় সম্ভাষণরূপে শুনতে চায় না, তাই প্রাণাধিক প্রিয় ভাই ইন্দ্রকুমারের প্রতীক্ষায় যুবরাজের কণ্ঠে এরূপ আক্ষেপ প্রকাশ হয়েছে।

**Q. ৫৩। "ঠান্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক্‌, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।" – কে, কাকে একথা বলেছেন? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিষয়টি আলোচনা করো।**

Ans:- মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরকে একথা বলেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ত্রিপুরার সেনাপতি ঈশাখাঁকে রাজধর নিজের নাম ধরে ডাকতে বারণ করে তার প্রতি অসম্মানের অভিযোগ করে। ঈশাখা রাজধরের থেকে বয়সে বড়ো এবং তার অস্ত্রগুরু এই অভিমানে তিনি অভিযোগ খণ্ডন করেন। এসময় মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ করে রাজধরকে একটু ব্যঙ্গ করলে রাজধর রাগান্বিত হয়ে যখন ইন্দ্রকুমারকে অত্যন্ত নির্বোধ বলে তখন তাকে শান্ত করার জন্য ইন্দ্রকুমার একথার অবতারণা করেছিলেন।

**টীকা লেখো:**

**(ক) মহারাজ অমর মাণিক্য:** 'মুকুট' নাটকে অমরমাণিক্য হলেন ত্রিপুরার রাজা। তাঁর তিন পুত্র হলেন – যুবরাজ অমর মাণিক্য, ইন্দ্রকুমার ও রাজধর। তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোমলতা ও পুত্রপ্রেম ফুটে উঠেছে। তিনি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। কনিষ্ঠ পুত্র রাজধরের ধূর্তামি ও চাতুরির জন্য আরাকানরাজের কাছে তাকে পরাজিত হতে হয়।

**(খ) যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য:** ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজধরের মতো চতুর ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী নন। ইন্দ্রকুমারের মতো ধনুর্বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন না। তিনি তাঁর ভ্রাতাদের ভীষণ ভালবাসতেন। পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পিতার কথায় দ্বিতীয় বার তিনি আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**(গ) ইন্দ্রকুমার:** ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র হলেন ইন্দ্রকুমার। তিনি ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইন্দ্রকুমার অত্যন্ত দাম্ভিক স্বভাবের। তাই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজধরকে অপছন্দ করতেন। তাঁর সিংহাসনের প্রতি কোনো লোভ ছিল না। দৃঢ়সংকল্পবদ্ধতা ইন্দ্রকুমারের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

**(ঘ) রাজধর:** ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর। তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি ধনুর্বিদ্যা জানতেন না কিন্তু ধূর্ত বুদ্ধির জোরে ধনুর্বিদ্যা প্রতিযোগিতায় দাদা ইন্দ্রকুমারকে হারিয়ে মহারাজের নিকট হতে হীরের তলোয়ার লাভ করেছিলেন। আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধে ছল-চাতুরি করে রাজধর জয় লাভ করেন।

**(ঙ) ঈশা খাঁ:** ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্যের সেনাপতি এবং অমরমাণিক্যের পুত্রগণের অস্ত্রগুরুও ছিলেন ঈশা খাঁ। তিনি ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সদ্বিবেচক ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। আরাকান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**(চ) ধুরন্ধর:** ধুরন্ধর রাজকুমারদের মামাতো ভাই। নাটকে সবসময় কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে ধুরন্ধরের অবস্থান। রাজধর ধুরন্ধরের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ।আলোচনা করতেন। ধুরন্ধর রাজধরের ছল-চাতুরি ও অসৎ কাজে সহযোগিতা করতো।

করেন। বরং যুবরাজ জানেন ইন্দ্রকুমার লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন। যদি ইন্দ্রকুমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তবে তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের হৃদয় বিদীর্ণ করবে অর্থাৎ ইন্দ্রকুমারের তার লক্ষ্যভেদ করতে না পারলে যুবরাজ অত্যন্ত দুঃখ পাবেন।

**Q. ৪৩। "আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন, তিনি বায়ু – অস্ত্র না নাগপাশ না কী সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত?" – এটা কার উক্তি? জ্যান্ত অস্ত্র কী? কার অস্ত্রশালার মধ্যে জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন সংক্ষেপে লেখো।**

Ans:- উক্তিটি প্রতাপের।

রাজধরকে বলা হয়েছে জ্যান্ত অস্ত্র। ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার মধ্যে জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন। রাজধর তাঁর মরিচা পড়া অস্ত্রগুলিকে সারিয়ে তোলার জন্য দিয়ে আসেন। তাই রাতে শিকারে যাবেন বলে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্র ধার নিতে আসেন ইন্দ্রকুমারের স্ত্রীর কাছে। ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী তামাসা করে রাজধরকে অস্ত্রশালায় বন্ধ করে দেন আর প্রতাপকে দিয়ে খবর পাঠান যে তাঁর অস্ত্রশালায় একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন। সেটি বায়ু অস্ত্র না নাগপাশ তা সন্ধান নেওয়া উচিত।

**Q. ৪৪। "এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ দেবার জোগাড় করো।" কে, কার প্রতি এই উক্তি করেছে? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- রাজধর ধুরন্ধরের প্রতি এই উক্তি করেছেন।

অস্ত্র পরীক্ষায় রাজধর বিজেতা হওয়ার জন্য ছল-চাতুরির সাহায্য নেয়। রাজধরের কথামতো ধুরন্ধর ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় গিয়ে ইন্দ্রকুমার নামাঙ্কিত তীরটির জায়গায় রাজধর নামাঙ্কিত তীরটি রেখে আসে। পরে রাজধর ধরা পড়লে দোষ চাপিয়ে দেয় ধুরন্ধরের ঘাড়ে। ইন্দ্রকুমার ধুরন্ধরকে তার এই হীন কর্মের জন্য অপমান করেন। ধুরন্ধরের মতে, তার এই অপমান জীবন গেলেও ঘুচবে না। রাজধর ধুরন্ধরকে বললেন এবার তার এই অপমানের শোধ দেবার যোগাড় করতে হবে।

**Q. ৪৫। "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সেকথা তুমি ভুলে যাও।" – উক্তিটি কে, কার উদ্দেশ্য করেছেন? কে কার ছাত্র? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- উক্তিটি রাজধর সেনাপতি ঈশা খাঁর উদ্দেশ্যে করেছেন। রাজধর ঈশা খাঁর ছাত্র।

সেনাপতি ঈশা খাঁর কাছে রাজধর ধনুর্বিদ্যা শিখতেন। ঈশা খাঁ রাজধরকে নাম ধরে ডাকলে রাজধর একদিন ঈশা খাঁকে তার নাম ধরে ডাকতে বারণ করেন এবং বললেন যে, তিনি ঈশা খাঁর ছাত্র হলেও রাজকুমার। তাই তিনি যেন রাজধরকে সম্মান দিয়ে কথা বলেন।

**Q. ৪৬। "ইন্দ্রকুমার ! ভাই ইন্দ্রকুমার ! এখনো তোমার রাগ গেল না।" 'মুকুট' নাটকের কোন দৃশ্যে কীভাবে কার এই আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে?**

Ans:- 'মুকুট' নাটকের ৩য় অঙ্কের দৃশ্যে কর্ণফুলি নদীর তীরে অর্জুন গাছের নীচে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে যুদ্ধে আহত যুবরাজ তার সৈন্যদের বলে, "ওরে, সরিয়ে একটু সরিয়ে দে। গাছের ডালগুলো একটু সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একটু দেখ নিই।" তার চার পাশে আজ আপন বলতে কেউ নেই। সেনাপতি ঈশা খাঁ, মৃত্যু বরণ করেছে। ইন্দ্রকুমার ও রাজধর তাকে ছেড়ে গেছে। তিনি শুধু শুনতে পাচ্ছেন কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ। এই শব্দকে পৃথিবীর শেষ বিদায় সম্ভাষণ শুনতে চান না, তাই প্রাণ প্রিয় ভাই ইন্দ্রকুমারের প্রতীক্ষায় যুবরাজের কণ্ঠে এরূপ আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে।

**Q. ৪৭। রাজধর নিজের রাজ্য ও ভাইদের হারাবার জন্য আরাকানরাজকে যে চিঠি লেখে তার বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করো।**

Ans:- রাজধর আরাকানরাজের উদ্দেশ্যে চিঠিতে লেখে যে, সে ভাইদের কাছে অপমানিত হয়েছে, সেইজন্য তার ভাইদের কাছ থেকে অবসর নিল। রাজধর তার পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে ঘরে ফেরার নামে দূরে সরে যাবে। অন্যদিকে ইন্দ্রকুমারও দাদা যুবরাজের প্রতি অভিমান করে চলে গেছে। এ অবস্থায় সৈন্যরাও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই অবকাশে যদি আরাকানরাজ সহসা ত্রিপুরা সৈন্যের দিকে আক্রমণ করে তবে ত্রিপুরার সৈন্যদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

**Q. ৪৮। "তার সঙ্গে আমার তির বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।" – কার সঙ্গে তির বদলের কথা বলা হয়েছে? ভাগ্য কি বদল হয়েছিল? কাকে, কে কথাটি বলেছিল?**

Ans:- ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমারের তিরের সঙ্গে কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরের তির বদলের কথা বলা হয়েছে।

হ্যাঁ, ভাগ্য বদল হয়েছিল। ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষায় রাজধর সফল হয়েছিলেন। এই সফলতা অবশ্য অন্যায় পথে এসেছিল। উপরোক্ত কথাটি রাজধর তার মামাতো ভাই ধুরন্ধরকে বলেছিল।

**Q. ৪৯। "হারজিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।" উক্তিটি কার? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচনা করো।**

Ans:- উক্তিটি ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্যের সেনাপতি ঈশাখাঁর।

রাজধর অস্ত্রগুরু ঈশাখাঁকে তার ব্যবহারের দ্বারা কিংবা অস্ত্রশিক্ষায় সন্তুষ্ট করতে না পারার কথা মহারাজের মুখে শুনে রাজধর যখন অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষা নেওয়ার কথা মহারাজকে প্রার্থনা করেন, তখন মহারাজ খুশি হয়ে তাঁর তিনপুত্রের মধ্যে যিনি পরীক্ষায় বিজেতা হবেন তাঁকে তাঁর হীরে বাঁধানো তলোয়ার পুরষ্কার দিবেন। এই সময়ে রাজধর যখন বলেন – 'আমাদের অস্ত্র পরীক্ষা নেন'। একথা শ্রবণ করে অত্যন্ত খুশিতে সেনাপতি ঈশাখাঁ উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন।

সৈন্য নিয়ে পালিয়ে না যেত, তবে আরাকানরাজের যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যাওয়ার আনন্দে তাঁরা তিনভাই একই সঙ্গে জয়োৎসব করতে পারতেন। আজকের তাদের এই জয় গৌরবে রাজধর না থাকায় একটা মস্ত বড় অভাব থেকে যায়।

**Q. ৩৫। "এ মুকুট আমি যুদ্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে।" – এটা কার উক্তি? কার প্রতি উক্তিটি করা হয়েছে? সংক্ষেপে লেখো।**

Ans:- এটা ইন্দ্রকুমারের উক্তি। যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের প্রতি উক্তিটি করা হয়েছে।

আরাকানরাজ রাতের বেলা যখন তাঁর নিজের শিবিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন রাজধর গোপণে নদী পার হয়ে গিয়ে তাঁকে বন্দী করেন এবং আরাকানরাজের পরাজয়ের নিদর্শনস্বরূপ পাওয়া তাঁর মুকুটটি রাজধর যুবরাজকে এনে দিলে ইন্দ্রকুমার বললেন এ মুকুটটি তিনি যুদ্ধ করে জিতে যুবরাজকে এনে দিতেন কিন্তু রাজধর মুকুটটি অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত করে যুবরাজকে এনে দিয়েছেন।

**Q. ৩৬। "পরাজয় তোমার হয়নি দাদা, আমারই পরাজয় হয়েছে।" কে, কার প্রতি এই উক্তিটি করেছেন এবং কেন?**

Ans:- ইন্দ্রকুমার যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের প্রতি এই উক্তিটি করেছেন।

আরাকানরাজের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ইন্দ্রকুমারকে বললেন তিনি যেন যুবরাজকে মার্জনা করেন এবং তাঁর পরাজয়ের কথা যেন ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্যকে গিয়ে জানান। তখন ইন্দ্রকুমার যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যকে বললেন যে এ পরাজয় শুধু তাঁর পরাজয় নয়। উনার নিজেরও পরাজয়।

**Q. ৩৭। "যুদ্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি, তুমি পুরস্কার পাবে কিসের। এ মুকুট যুবরাজ পরবেন।" – উক্তিটি কে, কার প্রতি করেছেন? কে যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে? সে কি সত্যিই যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে?**

Ans:- উক্তিটি ইন্দ্রকুমার রাজধরের প্রতি করেছেন। রাজধর যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে রাজধর যুদ্ধ হতে পলায়ন করেনি। সে রাতের অন্ধকারে সেনাপতি ঈশা খাঁ, যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও ইন্দ্রকুমারের অজান্তে আরাকান শিবির আক্রমণ করে আরাকানরাজকে বন্দী করে এবং আরাকানরাজের পরাজয়ের নিদর্শন হিসেবে তাঁর মুকুট নিয়ে আসে।

**Q. ৩৮। "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।" – এটা কার উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- উক্তিটি মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের।

রাজধর যখন ঈশা খাঁকে তার নিজের নাম ধরে ডাকতে বারণ করে, তার প্রতি অসম্মানের অভিযোগ করে ঠিক সে সময়ে মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার ঈশাখার ঘরে এসে উপস্থিত হন। তখন ইন্দ্রকুমারকে সামনে রেখে রাজধর সম্বন্ধে এই বাক্যবান ঈশা খাঁ ছোড়ে দিয়েছিলেন।

**Q. ৩৯। "তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে?" – এখানে বক্তা কে? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- এখানে বক্তা মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার।

ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষায় রাজধর জয়ী হলে মহারাজ তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ হিরের তলোয়ার দিলে রাজধর বলেন পুরস্কার তিনি শিরোধার্য করে নিচ্ছেন। কিন্তু তার এই সৌভাগ্যে যখন কারো মন প্রসন্ন নয় তখন তিনি এই পুরস্কারটি দাদা ইন্দ্রকুমারকে তুলে দিতে ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর হন। তখন ইন্দ্রকুমার তলোয়ারটি মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন রাজধরের হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান কেউ গ্রহণ করবেন না।

**Q. ৪০। "আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎ সংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলবে।" কে, কাকে এই উক্তিটি করেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- ঈশা খাঁ রাজকুমারকে করেছেন।

**Q. ৪১। "তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে- লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করেনি।" – এটি কার উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- এটি সেনাপতি ঈশা খাঁ-র উক্তি।

অস্ত্রপরীক্ষায় যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের তীরটি লক্ষ্যভেদ করেনি। কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না বলে তাঁর তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। তখন ঈশা খাঁ রাজধরকে বলেন তাঁর তীরও যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের তীরের অনুসরণ করেছে। লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করেনি। অর্থাৎ লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি।

**Q. ৪২। "তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও তাহলে তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে – এ তুমি নিশ্চয় জানো।" – এটা কার উক্তি? কার তীর কার হৃদয় বিদীর্ণ করবে? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

Ans:- এটা যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের উক্তি।

ইন্দ্রকুমারের তীর যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্যের হৃদয় বিদীর্ণ করবে। অস্ত্র পরীক্ষার দিন ইন্দ্রকুমার দাদা চন্দ্রমাণিক্যকে বলছেন তাঁকে জিততেই হবে, না হলে চলবে না। তখন যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে বললেন যে তিনি অক্ষম। ইন্দ্রকুমার যেন তাঁর উপর রাগ না

**Q. ২৭। 'ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরু স্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন।' এই ছেলেটি কে?**
Ans:- কেষ্ট।
**Q. ২৫। বিপিন কীসের কারবার করতেন?**
Ans:- ধান চালের।
**Q. ২৮। "কে দেবতা, কে বাঁদর, সে আমি জানি।" – এটা কার উক্তি?**
Ans:- হেমাঙ্গিনীর।
**Q. ২৯। "দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা? – এটা কার উক্তি?**
Ans:- কাদম্বিনীর।
**Q. ৩০। "সে এক মায়ের এক ছেলে।" এখানে কার কথা বলা হয়েছে?**
Ans:- কেষ্টর কথা।
**Q. ৩১। "আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে।" – এটা কার উক্তি?**
Ans:- হেমাঙ্গিনীর।
**Q. ৩৩। "সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথায় ছিলিরে কেষ্ট?" – কেষ্ট দোকান থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়েছিল?**
Ans:- মেজদির জন্য পেয়ারা আনতে।
**Q. ৩৪। "তোমার মতো নিষ্ঠুর, তোমার মতো বেহায়া মেয়ে মানুষ আর সংসারে নেই।" – উক্তিটি কার?**
Ans:- হেমাঙ্গিনীর।
**Q. ৩৫। "কেঁচো সাপের মতন চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।" – কার কথা বলা হয়েছে?**
Ans:- কেষ্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে।
**Q. ৩৬। কেষ্টকে কাদম্বিনীর বাড়িতে কে নিয়ে এসেছিল?**
Ans:- কেষ্টর পাড়ার নাপিত সম্প্রদায়ের একজন বুড়ো লোক।
**Q. ৩৭। কেষ্ট তার কোঁচার খুট থেকে হেমাঙ্গিনীকে কী বের করে দিয়েছিল?**
Ans:- দুটি আধপাকা পেয়ারা।
**Q. ৩৮। কী উপলক্ষ করে হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর আসত?**
Ans:- সর্দি উপলক্ষ করে।
**Q. ৩৯। "এবেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল আমার ওখানে খাবে দিদি।" – উক্তিটি কার।**
Ans:- হেমাঙ্গিনীর।
**Q. ৪২। "অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেরুপ ব্যবহার করে; এরাও ঠিক সেই রুপ আচরণ করে বসিল।" – গৃহস্বামীটি কে?**
Ans:- গৃহস্বামীটি হল হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিপিন।
**Q. ৪৩। "শপথ কচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই – বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।" – কে বলেছেন?**
Ans:- হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিপিন।
**Q. ৪৪। "এদেশে এমন করে যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তার মাথায় ঢুকিল না।" – এখানে কার কথা বলা হয়েছে?**
Ans:- এখানে মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর মধুর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।
**Q. ৪৫। "হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য হলেন, কারণ কেহ তাকে কাঁদিতে দেখে নাই।" – কার সম্বন্ধে এই উক্তিটি করা হয়েছে?**
Ans:- কেষ্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে।
**Q. ৪৬। স্ত্রীর প্রতি বিপিনের মনোভাব কী রকম ছিল?**
Ans:- বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন।
**Q. ৪৭। কেষ্টকে পেয়ে কাদম্বিনী কাকে ছাড়লেন?**
Ans:- দুটো চাকরের একটাকে ছাড়লেন।
**Q. ৪৮। "সে এক মায়ের এক ছেলে" এখানে এক মায়ের এক ছেলে কে?**
Ans:- কেষ্টর কথা।
**Q. ৫১। "এই সেদিনও ঘুড়ি লাটাই কিনবার জন্য দু-মুঠা ভাত বেশি খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।" – কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে?**
Ans:- কেষ্টর সম্বন্ধে।

**(ছ) কমলাদেবী:** কমলাদেবী মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী। নাটকে তাঁর ভূমিকা অতি নগণ্য। তিনি রাজধরকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় তিনি রাজধরকে তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন। এই সুযোগে রাজধর তূণের তীর বদল করেন।

**(জ) আরাকানরাজ:** স্বাধীন ত্রিপুরার প্রতিবেশী রাজ্য আরাকানের রাজাকে বলা হয় আরাকানরাজ। নাটকে জানা যায় মহারাজ অমরমাণিক্য তাঁকে বারবার শিক্ষা দিলেও অর্থাৎ যুদ্ধে পরাস্ত হলেও তিনি ত্রিপুরা আক্রমণে নাছোরবান্দার মতো লেগেছিলেন। রাজধর তাঁকে রাতে তাঁর শিবিরে বন্দী করে। পরে রাজধরের হঠকারিতার জন্য আরাজানরাজের জয় হয়।

**(ঝ) যুবরাজের মৃত্যুদৃশ্য:** যুবরাজ হলেন অমর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রমাণিক্য। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে তৃতীয় অঙ্কে তাঁর মৃত্যু দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার আরাকান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারা যান। যুদ্ধে যখন তার দেহে তীর এসে লাগে, তখন মাহুত তার হাতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালবার সময় মাহুত মারা যায় এবং যুবরাজ সে সময় হাতির উপর থেকে পড়ে যান। ইন্দ্রকুমার ও তাকে মুকুট পরিয়ে দিতে চাইলে তা ইন্দ্রকুমারকে পরিয়ে দিতে বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস অন্যান্যরা তাকে অর্জুন গাছের তলায় মৃত্যু পথযাত্রী হিসেবে দেখতে পান। রাজধর ত্যাগ করেন।

**(ঞ) কর্ণফুলি:** কর্ণফুলি একটি নদী। এই নদী বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। মুকুট নাটকে কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধরের আরাকান রাজের পরাজয়ের নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া মুকুটটিকে পরবেন এই নিয়ে যখন বিবাদ চলে তখন সেনাপতি ঈশাখাঁ মুকুটটি কর্ণফুলির জলে ফেলে দেন। এরই প্রতিশোধ নিতে রাজধর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি ধুরন্ধরকে বলেন তার মুকুটের মতো যুদ্ধজয়কেও তিনি কর্ণফুলি নদীতে নিক্ষেপ করলেন। তাছাড়া নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যখন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য মৃত্যুপথযাত্রী তখন এই কর্ণফুলি তীরে অর্জুন বৃক্ষতলায় ইন্দ্রকুমারের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে দেখা যায়।

**(ট) গোমতী:** গোমতী মুকুট নাটকে উল্লেখিত ত্রিপুরা রাজ্যের একটি নদী। এই নদীতে নাকি পূর্ণিমার রাতে বাঘ জল খেতে আসে। ঈশাখাঁ ত্রিপুরারাজ অমরমাণিক্যের সেনাপতি ও রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষা দাতা গুরু। মহারাজ যখন সেনাপতি ঈশাখাঁকে পুত্রদের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলেন কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর সহ সকলে পূর্ণিমার রাতে গোমতীতে বাঘ জল খেতে আসবে তখন এই বাঘটিকে শিকার করে তাদের অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শিতার প্রমাণ দিবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। পরিশেষে রাজধর ছল-চাতুরীর দ্বারা মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারকে পরাজিত করেন।

## মেজদিদি

**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ**

**পশ্ন ১। 'মেজদিদি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?**
Ans:- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

**Q. ২। 'মেজদিদি' উপন্যাসে মেজদিদির প্রকৃত নাম কী?**
Ans:- হেমাঙ্গিনী।

**Q. ৩। 'মেজদিদি' কী ধরনের রচনা?**
Ans:- এটি একটি উপন্যাস।

**Q. ৪। 'মেজদিদি' উপন্যাস প্রথমে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?**
Ans:- 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।

**Q. ৫। 'মেজদিদি' উপন্যাস কয়টি পরিচ্ছেদ আছে?**
Ans:- আটটি।

**Q. ৬। 'মেজদিদি'র বড় জায়ের নাম লেখো।**
Ans:- কাদম্বিনী।

**Q. ৯। "এ হাতির খোরাক নিত্য জোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে।"- উক্তিটি কার?**
Ans:- কাদম্বিনীর।

**Q. ১১। কাদম্বিনীর স্বামীর নাম কী?**
Ans:- নবীন।

**Q. ১২। বিপিনের স্ত্রীর নাম কী ছিল?**
Ans:- হেমাঙ্গিনী।

**Q. ১৪। কেষ্টর দিদির বাড়ি কোথায় ছিল?**
Ans:- রাজহাটে।

**Q. ১৭। কাদম্বিনীর ছেলের নাম কী?**
Ans:- পাঁচুগোপাল।

**Q. ১৮। কাদম্বিনীর মেয়ের নাম কী?**
Ans:- পুঁটি।

**Q. ১৯। হেমাঙ্গিনীর ছেলের নাম কী?**
Ans:- ললিত।

**Q. ২০। হেমাঙ্গিনীর মেয়ের নাম কী?**
Ans:- উমা।

**Q. ২১। "আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠিল।" – কার কথা বলা হয়েছে?**
Ans:- কাদম্বিনীর।

**Q. ২২। "মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি।" এটা কার উক্তি?**
Ans:- কাদম্বিনীর।

**Q. ২৩। 'বড় কুটুম যে গো। তাঁকে তার মত রাখতে হবে তো।' – বড়কুটুম কে?**
Ans:- কেষ্ট।

**Q. ২৪। 'মেজদিদি' উপন্যাসের কেষ্ট ধনের বৈমাত্রেয় দিদির বাড়ী কোথায় ছিল?**
Ans:- বিপিন ধানের কারবার করতেন।